Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

১৩ শ্রাবণ ১৪৩২

DU in Media

28 july 2025

The Daily Star

DU set for major overhaul with Tk 2,840cr project

MAHATHIR MOHAMMED

Dhaka University is set to get new student dormitories and academic buildings after the interim government approved a project aimed at the holistic development of the university's infrastructure.

The Tk 2,840.39 crore project was approved yesterday at a meeting of the Executive Committee of the National Economic Council (Ecnec), held at the Planning Commission.

Chief Adviser Prof Muhammad Yunus chaired the meeting, according to a press release.

As part of a three-phase masterplan project, the first phase will see the construction of six academic buildings and nine residential halls. Of these, four halls will accommodate 2,600 female students while the remaining five will house 5,100 male students.

The project also includes the development of a playing field and the construction of five additional buildings, including a new administrative facility.

Several existing structures will be demolished to make way for the new facilities.

"A new administration took the initiative to create a comprehensive master plan for Dhaka University to resolve long-standing issues, including student and teacher accommodation, academic infrastructure, and recreational facilities," said Wahiduddin Mahmud,

SEE PAGE 9 COL 4

DU set for major

FROM PAGE 3

planning advisor to the government.

"We reassessed the student gender ratio and decided to prioritise residential facilities for female students, who are more vulnerable and disproportionately affected by the lack of housing."

"We also mandated that additional space be found outside the main campus, if necessary," he added.

Regarding infrastructure, he said, "There's no extra space within the 350 acres of university land. To avoid congestion and environmental harm, we'll demolish or replace low-rise buildings from the 1950s and '60s with multi-storey structures built on the same footprint."

Prioritising the construction of residential halls, which covers 34.36 percent of the total cost, the project also includes the construction of the Ducsu building, administrative building, central mosque, medical centre, and gymnasium, accounting for 16 percent of the cost.

A 15-storey female dormitory will be built to house 1,000 students by demolishing the existing Shahnewaz Hostel, currently occupied by male students from the Fine Arts faculty.

At Sufia Kamal Hall, two new buildings -- one 10-storey and one 6-storey -- will replace the current house tutor quarters and garage to accommodate 600 female students.

To house an additional 500 students, a 10-storey building will be constructed at Bangladesh-Kuwait Maitree Hall, replacing the provost's bungalow and the three-storey Shikder Manowara Building.

Two more buildings -- 11 and 8 storeys -- will be built inside the Institute of Leather Engineering and Technology, replacing existing staff quarters, to accommodate another 600 female students.

For male students, the project includes dormitories to house 5,100 students with necessary facilities.

As part of the expansion of Shaheed Sergeant Zohurul Haque Hall, two new buildings -- 12 and 8 storeys -- will be constructed, replacing tin-shed extensions, to house 1,300 students.

The northern section of Surja Sen Hall will be demolished to make way for an 11-storey building accommodating 1,100 students.

At Shahidullah Hall, the Shaheed Ataur Rahman Khan Khadim Building and cafeteria will be replaced by two new blocks of 15 and 6 storeys to accommodate 1,200 students.

Haji Muhammad Mohsin Hall's existing tin-shed and one-storey structures will be replaced with two new buildings of 12 and 6 storeys to house 1,000 students.

At Dr Kudrat-E-Khuda Hall, three new buildings of 10, 8, and 5 storeys will be built by demolishing the hall's existing bungalow.

As part of the renovation masterplan, the Nilkhet Police Outpost and the existing Press Building will be demolished to construct a new Press Cum Academic Building, comprising 11- and 5-storey structures.

An expansion project of the Dhaka University Central Library is underway, including the construction of two new blocks -- 12 and 6 storeys -- by demolishing the northwestern section of the current library.

The university's one-storey central mosque, Mashzidul Jamia, will also be demolished and replaced by a four-storey complex.

Additionally, a six-storey building will be constructed for the medical centre, along with new residential facilities in the Shibbari area for fourth-class university staff.

Titled "Further Development of Dhaka University," the five-year initiative under the education ministry marks the first phase of a 15-year, three-phase masterplan.

সংগ্রাম

একনেকে ৮১৪৯ কোটি ৩৮ লাখ টাকার ১২ প্রকল্প অনুমোদন

ঢাবির অবকাঠামো উন্নয়নে ২ হাজার ৮৪০ কোটি টাকার প্রকল্প অনুমোদন

ঢাবির অবকাঠামো উন্নয়নে ২ হাজার

(১২-এর পৃ: ৩-এর ক: পর)

প্রতিদিনের বাংলাদেশ

ঢাবির উন্নয়নে ২৮৪০ কোটি টাকার প্রকল্প অনুমোদন

একনেক সভা

প্রবা প্রতিবেদক

- ডাকসু ভবন ভেঙে নির্মাণ করা হবে ১২ তলা মাল্টিপারপাস ভবন
- অনুমোদন পায়নি '৩৬ জুলাই আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ' প্রকল্প

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) উন্নয়নে ২ হাজার ৮৪০ কোটি টাকা ব্যয়ের একটি প্রকল্প অনুমোদন করেছে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক)। এ ছাড়া যথার্থ মূল্যায়ন না হওয়ায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে শহীদ পরিবারের স্থায়ী বাসস্থানের জন্য '৩৬ জুলাই আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ' প্রকল্পটি অনুমোদন দেওয়া হয়নি।

গতকাল রবিবার রাজধানীর শেরেবাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় এই অনুমোদন দেওয়া হয়।

সভা শেষে পরিকল্পনা উপদেষ্টা ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ জানান, একনেকে মোট ১২টি প্রকল্প অনুমোদন পেয়েছে, যার মোট ব্যয় ৮ হাজার ১৪৯ কোটি টাকা। বিআরটি প্রকল্পের সমালোচনা করে ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ বলেন, বিআরটি প্রকল্পটিতে ভুল নকশার পরিমাণ চিন্তারও বাইরে। যারা এ প্রকল্পটির পরিকল্পনা করেছিলেন তাদের বাংলাদেশের আঞ্চলিকতা বোঝা উচিত।

দানবীয় ও অপরিকল্পিত প্রকল্প আখ্যা দিয়ে পরিকল্পনা উপদেষ্টা বলেন, বিআরটি প্রকল্পটি দানবীয় ও অপরিকল্পিত। কোথাও ওপর দিয়ে গেছে, কোথাও নিচে গেছে। এতে লিফট দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বাসাবাড়ির লিফটই তো কিছুদিন পর পর নষ্ট হয়ে যায়। এটি তো পাবলিক চলার লিফট। যারা এর পরিকল্পনার সঙ্গে জড়িত, যারা নকশা করেছেন এবং যারা প্রকল্পটির সম্ভাব্যতা যাচাই করেছেন– সব বিষয়ে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পরিকল্পনা কমিশন সূত্র জানায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধিকতর উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে নির্মিত হবে ৪১টি বহুতল ভবন। এর মধ্যে শিক্ষার্থীদের জন্য ১৬টি আবাসিক হল, ৮টি একাডেমিক ভবন, ৯টি হাউস টিউটরদের কোয়ার্টার, একটি ১২ তলা মাল্টিপারপাস ডাকসু ভবন, ৬ তলা মেডিকেল সেন্টার, ২০ তলা ও ৪ তলা দুটি প্রশাসনিক ভবন এবং আধুনিক ক্রীড়া সুবিধাসম্পন্ন কেন্দ্রীয় খেলার মাঠ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার সংলগ্ন দুটি ভবন ভেঙে সেখানে ১২ ও ৬ তলা ভবন নির্মাণ হবে। আইএসআরটি ও ফার্মেসি বিভাগের জন্য একটি ১০ তলা ভবন নির্মিত হবে আইএসআরটি ভবন ভেঙে এবং খালি জায়গা ব্যবহার করে। উদ্ভিদবিজ্ঞান, চারুকলা ও বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের বর্তমান ভবন ভেঙে সেখানে নতুন করে ৩ থেকে ১০ তলা ভবন নির্মিত হবে। প্রেস বিল্ডিং ও নীলক্ষেত পুলিশ ফাঁড়ির জায়গায়ও গড়ে উঠবে দুটি একাডেমিক ভবন।

সার্জেন্ট জহুরুল হক, সূর্যসেন, শহীদুল্লাহ, মুহসীন ও কুদরাত-ই-খুদা হলসহ পাঁচটি হলের বিভিন্ন অংশ ভেঙে সেখানে প্রায় ছয় হাজার শিক্ষার্থীর জন্য ১০টি নতুন ভবন নির্মিত হবে, যেগুলোর মধ্যে কিছু ভবন হবে ১২ থেকে ১৫ তলা পর্যন্ত। প্রতিটি ভবনে আবাসিক শিক্ষকদের জন্যও

● এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৪

ঢাবির উন্নয়নে ২৮৪০ কোটি টাকার প্রকল্প অনুমোদন

শেষ পৃষ্ঠার পর

থাকবে ২০টি ফ্ল্যাটসহ ১১ তলা শিক্ষক কোয়ার্টার।

ছাত্রীদের জন্য শাহনেওয়াজ, শামসুন নাহার, বাংলাদেশ-কুয়েত মৈত্রী হল এবং লেদার ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট এলাকায় ৬টি নতুন ভবন নির্মাণ করা হবে। এসব ভবনে অন্তত ২ হাজার ৬০০ ছাত্রী আবাসনের সুযোগ পাবেন। একই সঙ্গে এসব হলের প্রতিটিতে একটি করে ১১ তলা শিক্ষক কোয়ার্টার থাকবে।

শিক্ষকদের জন্য আলাদাভাবে একটি ১৫ তলা ভবনে মোট ১১২টি ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হবে দক্ষিণ ফুলার রোডে। পাশাপাশি দুটি দোতলাবিশিষ্ট উপ-উপাচার্যের বাংলো নির্মাণের পরিকল্পনাও রয়েছে।

বর্তমান ডাকসু ভবন ভেঙে সেখানে একটি ১২ তলা মাল্টিপারপাস ভবন নির্মাণ করা হবে। প্রশাসনিক ভবনের অংশবিশেষ ভেঙে নির্মিত হবে ২০ তলা ও ৪ তলা দুটি প্রশাসনিক ভবন। পাশাপাশি জিমনেসিয়ামের অসমাপ্ত কাজও শেষ করা হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে আধুনিক গ্যালারি, বাস পার্কিং, পরিচালকের অফিস ও খেলোয়াড়দের ডরমিটরি নির্মাণ হবে। গ্যালারি হবে ২ হাজার ৪০ বর্গমিটার, মাঠের আয়তন প্রায় ১১ হাজার বর্গমিটার। এ ছাড়া মোট ৪ হাজার ৩২ বর্গমিটার আয়তনের পরিচালনা অবকাঠামোও নির্মাণ হবে।

শিববাড়ী এলাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের ভবন ভেঙে নির্মাণ করা হবে ৬ তলাবিশিষ্ট শহীদ বুদ্ধিজীবী ডা. মোহাম্মদ মোর্তজা মেডিকেল সেন্টার। বিদ্যমান মসজিদুল জামিয়া ভবন ভেঙে সেখানে নির্মাণ করা হবে ৪ তলা মসজিদ কমপ্লেক্স। জলাধার সংস্কার, রোড নেটওয়ার্ক উন্নয়ন, ২৪ হাজার ৮২০ মিটার ড্রেনেজ নির্মাণ, আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পাবলিক টয়লেট স্থাপনসহ নেওয়া হয়েছে পরিবেশবান্ধব বেশ কিছু উদ্যোগ।

অনুমোদন পায়নি '৩৬ জুলাই' প্রকল্প

শহীদ পরিবারগুলোর জন্য '৩৬ জুলাই আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ' প্রকল্পটি অনুমোদন পায়নি। একনেক জানিয়েছে, যথাযথ মূল্যায়ন না থাকায় আপাতত প্রকল্পটি স্থগিত রাখা হয়েছে। ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ বলেন, 'আমরা মনে করি প্রকল্পটির যথার্থ মূল্যায়ন হওয়া উচিত। জুলাই যোদ্ধাদের সব প্রকল্প এক জায়গায় এনে সমন্বয় করা উচিত। এটা ভালো উদ্যোগ, আরও পরিকল্পিতভাবে এগোতে চাই আমরা।'

১২ প্রকল্প অনুমোদন

অনুমোদিত প্রকল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে কর্ণফুলী নদীর তীরঘেঁষে কালুরঘাট সেতু থেকে চাক্তাই খাল পর্যন্ত সড়ক নির্মাণ, দেশের গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় ২০টি ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন ও কোস্ট গার্ডের জন্য লজিস্টিক সুবিধা গড়ে তোলা। এ ছাড়া গ্রামীণ স্যানিটেশন, বহদ্দারহাট খাল খনন, রেলপথ রক্ষণাবেক্ষণ, মিরপুর সেনানিবাসে অফিসার্স মেস নির্মাণ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামো উন্নয়নও প্রকল্প তালিকায় রয়েছে।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ, সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের অধীনে লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর সম্প্রসারণ, কৃষি মন্ত্রণালয়ের কন্দাল ফসল গবেষণা এবং বিদ্যুৎ বিভাগের স্মার্ট প্রি-পেমেন্ট মিটারিং প্রকল্পও এদিন অনুমোদিত হয়।

সমকাল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন ১৬টি আবাসিক হল হচ্ছে

■ সমকাল প্রতিবেদক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামো উন্নয়নে ব্যাপকভিত্তিক পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার। এর অংশ হিসেবে ছাত্রদের জন্য ১০টি এবং ছাত্রীদের জন্য ছয়টি আবাসিক হল নির্মাণ করা হবে। এ ছাড়া শিক্ষকদের জন্য দুটি ভবন এবং একাডেমিক ভবন নির্মাণ করা হবে আটটি। পুরোনো ডাকসু ভবন ভেঙে ১২ তলাবিশিষ্ট মাল্টিপারপাস ভবন নির্মাণ করা হবে। সব মিলিয়ে মোট ৪১টি বহুতল ভবন নির্মাণ করা হবে।

'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধিকতর উন্নয়ন' নামে এরকম একটি বৃহৎ প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি একনেক। গতকাল রোববার রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে পরিকল্পনা কমিশনের এনইসি সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। এ সময় অন্য উপদেষ্টা এবং সংশ্লিষ্ট সচিবরা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে ১২টি প্রকল্প অনুমোদন করা হয়। এসব প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয়েছে আট হাজার ১৫০ কোটি টাকা। এর মধ্যে সরকারের নিজস্ব অর্থায়ন আট হাজার ৫৯ কোটি টাকা। বাকি ১৪৩ কোটি টাকা বিদেশি ঋণ।

বৈঠক শেষে ব্রিফিংয়ে একনেকের বিস্তারিত তুলে ধরেন পরিকল্পনা উপদেষ্টা ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ। এ সময় তিনি বলেন, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং শিক্ষক হিসেবে প্রকল্পটিতে বড় বরাদ্দ দিতে পেরে আমরা আনন্দিত। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টার দায়িত্বে থাকাকালে তিনি এ প্রকল্পটি হাতে নেন।'

জানা গেছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলোতে হাউস টিউটরদের জন্য ৯টি আবাসিক ভবন, ছয় তলা মেডিকেল সেন্টার, রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের একাংশ ভেঙে একটি ২০ তলা ও একটি চার তলা প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ এবং গ্যালারি ও ডরমিটরি নির্মাণসহ কেন্দ্রীয় খেলার মাঠের উন্নয়ন করা হবে। এ ছাড়া চতুর্থ শ্রেণির ভবনগুলো ভেঙে সেখানে ছয় তলা ভবন করা হবে। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় জলাধার সংস্কার ও সৌন্দর্য বর্ধন করা হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। দ্রুতই শুরু হবে এর কাজ। নির্মাণকাল ধরা হয়েছে পাঁচ বছর।

একনেকে ১২ প্রকল্প অনুমোদন

পুরোনো ডাকসু ভবন ভেঙে ১২ তলাবিশিষ্ট মাল্টিপারপাস ভবন হবে

অনুমোদিত অন্য প্রকল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে কর্ণফুলী নদীর তীর বরাবর কালুরঘাট সেতু থেকে চাক্তাই খাল পর্যন্ত সড়ক নির্মাণ প্রকল্প, গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ২০টি (১২টি নতুন ও আটটি ফায়ার স্টেশন পুনর্নির্মাণ) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন নির্মাণ, কোস্টগার্ডের জন্য লজিস্টিকস ও ফ্লিট মেইনটেন্যান্স ফ্যাসিলিটিজ গড়ে তোলা, বহদ্দারহাট বাড়াইপাড়া থেকে কর্ণফুলী নদী পর্যন্ত খাল খনন, বাংলাদেশ রেলওয়ে পূর্বাঞ্চলের রেলপথ রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্বাসন, সেনানিবাসে ডিএসসিএসসির অফিসার্স মেস ও বিওকিউ নির্মাণ, উপজেলা পর্যায়ে নারীদের জন্য আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ (দ্বিতীয় পর্যায়), বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের জাদুঘর ভবন সম্প্রসারণ প্রকল্প ইত্যাদি।

আজকালের খবর

"জুলাই গণ-অভ্যুত্থান: সামাজিক দায়বদ্ধতা ও আমাদের প্রত্যাশা" শীর্ষক সেমিনার

দৈনিক বর্তমান

"জুলাই গণ-অভ্যুত্থান: সামাজিক দায়বদ্ধতা ও আমাদের প্রত্যাশা" শীর্ষক সেমিনার

ঢাবি প্রতিনিধি

The Daily Sun

Guests and participants attend the 'International Conference on July Revolution – ICJR 1-2025,' held at Dhaka University on Sunday to mark the first anniversary of the July Uprising 2024. –DAILY SUN PHOTO

নয়া দিগন্ত

আওয়ামী শাসনব্যবস্থা রাষ্ট্রকে জনগণের বিরুদ্ধে অস্ত্রে পরিণত করেছিল

গণপূর্ত উপদেষ্টা

■ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি

শিল্প মন্ত্রণালয় এবং গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান বলেছেন, "আমরা আজ যে ফ্যাসিবাদী আওয়ামী শাসনের পতন দেখেছি, সেটার নিষ্ঠুরতা আমাদের বিবেককে সামগ্রিকভাবে ক্ষতবিক্ষত করেছে। এই শাসনব্যবস্থা রাষ্ট্রকে জনগণের বিরুদ্ধে অস্ত্রে পরিণত করেছিল।"

গতকাল বেলা ১১টার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী ■ ১৩ পৃ: ৬-এর কলামে

আওয়ামী শাস

শেষ পৃষ্ঠার পর

আমার দেশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রোকেয়ার আন্তর্জাতিক সম্মেলনে শহীদ পরিবারের হাতে ক্রেস্ট তুলে দেন শিল্প উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান © আমার দেশ

ঢাবির আন্তর্জাতিক সম্মেলনে মাহমুদুর রহমান

দিল্লির ছত্রছায়ায় ছিল হাসিনা সরকার

কূটনৈতিক রিপোর্টার

আমার দেশ সম্পাদক মাহমুদুর রহমান বলেছেন, ভারত তার আগ্রাসী আঞ্চলিক আধিপত্যবাদ ব্যবহার করে ফ্যাসিস্ট হাসিনা সরকারকে টিকিয়ে রেখেছিল। হাসিনাকে টিকিয়ে রাখতে ভারত বাংলাদেশের সামরিক ও বেসামরিক—উভয় প্রশাসনকে ব্যবহার করেছে। জুলাই বিপ্লবে শেখ হাসিনার পতনের মধ্য দিয়ে ১৫ বছরের ভারতীয় আধিপত্যবাদের অবসান হয়েছে।

জুলাই বিপ্লবের প্রথম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত 'জুলাই বিপ্লব-২০২৪ : বাংলাদেশের পুনর্গঠন' শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনকালে এসব কথা বলেন তিনি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ ও গবেষণা সংস্থা রিসার্চ অ্যান্ড ইন্টিগ্রেটিভ ডেভেলপমেন্ট (আরআইডি) যৌথভাবে এ সম্মেলনের আয়োজন করে। এতে সহ-আয়োজক ছিল দেশি-বিদেশি ৯টি প্রতিষ্ঠান, যার মধ্যে ছিল—জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ইউনিভার্সিটি অব রেজিনা (কানাডা), নানইয়াং টেকনোলজিক্যাল ইউনিভার্সিটি (সিঙ্গাপুর), কেন্ট স্টেট ইউনিভার্সিটি (যুক্তরাষ্ট্র), বাংলাদেশ ২.০ ইনিশিয়েটিভ (যুক্তরাজ্য), ঢাকা, সেন্টার ফর পলিসি অ্যান্ড সোশ্যাল রিসার্চ (সিপিএসআর), ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ল' অ্যান্ড ডিপ্লোম্যাসি,

পৃষ্ঠা ৯ : কলাম ১

KY
TWO TONE
For a Better Home

সেন্টার, ইসলাম, সিপিএএ (ঢাকা), সিপিএসআর (তুরস্ক) এবং জাস্টিস ফাউন্ডেশন (যুক্তরাজ্য)।

'আঞ্চলিক ভূরাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে জুলাই বিপ্লব' শিরোনামের মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করতে গিয়ে মাহমুদুর রহমান বলেন, ২০২৪ সালের জুলাই বিপ্লব রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও ইতিহাসবিদদের জন্য আঞ্চলিক রাজনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার বিষয় হয়ে থাকবে। এই জুলাই বিপ্লবের মাধ্যমে বাংলাদেশে ফ্যাসিবাদের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় আধিপত্যবাদের অবসান হয়েছে।

...করেছে। নরেন্দ্র মোদির হিন্দুত্ববাদ নীতি অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে সহায়ক হলেও তার আঞ্চলিক স্বার্থকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

মাহমুদুর রহমান বলেন, ২০০৯-এর জানুয়ারি থেকে ২০২৪-এর আগস্ট পর্যন্ত ভারত বাংলাদেশের সঙ্গে ঔপনিবেশিক প্রভুর মতো আচরণ করেছে। ভারত সব সময় চেয়েছে ঢাকার শাসকগোষ্ঠী যেন সব সময় তার অনুগত থাকে, যাতে দক্ষিণ এশিয়া এবং চীন নীতি বাস্তবায়ন সহজ হয়। ভারত সব সময় চেয়েছে বাংলাদেশ যেন কখনোই নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়ে না দাঁড়ায়। ভারত চেয়েছে তার সংঘাতপূর্ণ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের সড়ক, নৌ ও আকাশপথ ব্যবহার করে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করতে।

তিনি বলেন, ভারতের প্রত্যাশা ছিল যে কোনো বিরোধ নিরসনে দ্বিপক্ষীয় আলোচনাকে প্রাধান্য দেবে বাংলাদেশ। কারণ তৃতীয়পক্ষের কোনো উদ্যোগ ভারতের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। বাংলাদেশের তথাকথিত ইসলামিস্ট এবং ভারতবিরোধী মনোভাব যেন মাথাচাড়া দিতে না পারে, সেজন্য ভারতীয় নিরাপত্তা সংস্থাগুলো ঢাকায় কাজ করত। কিন্তু জুলাই বিপ্লবের মাধ্যমে তাদের সে পরিকল্পনা ধূলিসাৎ হয়ে গেছে।

তিনি বলেন, পরিবর্তিত ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ভারতের উচিত হবে তার আধিপত্যবাদী মনোভাব ত্যাগ করে দক্ষিণ এশিয়ার শান্তি এবং স্থিতিশীলতায় সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে প্রতিবেশীদের সঙ্গে একযোগে কাজ করা।

জুলাই বিপ্লবকে বিশ্বের জন্য উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরে আমার দেশ সম্পাদক বলেন, কেবল বাংলাদেশের নয়, বিশ্বের অন্যান্য স্বৈরশাসকদের জন্য এটি একটি সতর্কবার্তা। জুলাই বিপ্লব ইসলামি বিশ্বের জন্য একটি উদাহরণ হয়ে থাকবে।

সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় শিল্প ও গণপূর্ত উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান বলেন, ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ ১৫ বছরের দমনমূলক শাসনের মাধ্যমে রাষ্ট্রকে জনগণের বিরুদ্ধে অস্ত্রে পরিণত করেছিল। গুম ছিল নৈমিত্তিক ঘটনা। হাজারো রাজনৈতিক ভিন্নমতাবলম্বী, ছাত্রনেতা ও সাংবাদিককে অপহরণ, নির্যাতন বা স্থায়ীভাবে স্তব্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। বহু পরিবার আজও জানে না তাদের সন্তান জীবিত নাকি অচেনা কোনো কবরে শায়িত আছে।

তিনি বলেন, আমরা আজ এখানে একত্রিত হয়েছি স্মরণ করতে, চিন্তা করতে এবং জবাবদিহি নিশ্চিত করতে। আর কখনো যেন বাংলাদেশে ভয় ও নিপীড়নের নামে এমন শাসন ফিরে না আসে। একটি দমন-পীড়নমূলক শাসনব্যবস্থার পতনের পর ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে হলে আমাদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে অবসরপ্রাপ্ত মার্কিন কূটনীতিক জন এফ ড্যানিলোভিচ অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি টেকসই আন্তর্জাতিক সমর্থনের...

[illegible]

The Financial Express

Adviser of the Ministry of Industries Adilur Rahman Khan speaks at an international conference on July revolution at the Nabab Nawab Ali Chowdhury Senate Bhaban of Dhaka University on Sunday. — Focus Bangla

July revolution offers a model for the world

Say speakers at an international conference

DU CORRESPONDENT

July revolution offers a model for the world and inspires nations across the globe, said speakers at the first international conference on July revolution (ICJR-1) on Sunday.

The conference, titled "The Legacy of July Revolution 2024: Rebuilding Bangladesh", was jointly organised by a Dhaka-based research organisation, Research and Integrated Thought (RIT), and the Department of Political Science, the University of Dhaka, held at Nabab Nawab Ali Chowdhury Senate Bhaban. Representatives from thirteen other national and international institutions participated.

The event began at 9:00 AM with recitations from holy texts, followed by a documentary on the July mass uprising.

At the conference, parents of Shaheed Zahiduzzaman Tanvin shared some emotional statements. His father said Tanvin joined the movement for the country, not for personal gain. "Still I wait every evening for my son to return home," said his mother and demanded justice before the national election, along with official recognition for the martyrs.

Speaking on the occasion, Nurul Izzah Anwar, Deputy President of Malaysia's Parti

SEE PAGE 7 COL 4

FROM PAGE 8 COL 7

Keadilan Rakyat (PKR) and human rights activist, said that Bangladesh's July revolution is now inspiring nations across the world including Malaysia and Nigeria by showing a path towards justice and people's empowerment.

She called on the Global South to reaffirm its sovereign right to shape its own future, emphasising the need for economic sovereignty, justice for the marginalised and meaningful global solidarity.

She drew parallels between the July Revolution in Bangladesh and Malaysia's Reformasi movement, both rooted in resistance to state repression and the pursuit of democratic transformation. "Political reform demands endurance and unity even among unlikely allies," she said.

Addressing global injustices, including the genocide in Gaza, she urged moral clarity and collective action over despair. "Solidarity must be both our shield and our roadmap," she stated.

Touching on digital challenges, she warned against disinformation, polarisation, and algorithmic manipulation. "We must talk across divides, embrace discomfort, and safeguard our democracies from both disinformation and indifference," she urged.

"Let us build coalitions rooted in sincerity not expediency. Let justice be your compass, dignity your currency, and freedom your eternal flame. The July revolution is not a memory, it's a mandate," she added.

Speaking at the inaugural session of the conference, Adilur Rahman Khan, Adviser of the Ministries of Housing, Public Works, and Industries said, "Let us not fool ourselves. Yes, fascist Hasina has been removed, but the structures of repression, legal, bureaucratic, and psychological, still persist."

Adilur Rahman stated that the event was not merely academic, but a form of public witnessing. "We gather here to remember, reflect, and hold accountable the fascist regime that collapsed after fifteen and a half years of brutal rule," he said.

He accused the previous government of state-sponsored cruelty, alleging that RAB, police, and intelligence agencies were used as tools of terror. Thousands of political activists and journalists were abducted, tortured, and silenced. He slammed the Digital Security Act for criminalising dissent.

Calling for urgent reforms, he said the judiciary must be freed from fear, security forces genuinely restructured, and victims recognised as agents of justice. He also emphasised the need for protecting the student movement, calling it the soul of the revolution. "Reconstruction is hard, but we must now build a Bangladesh where democracy is not just electoral, but ethical," he said.

In his speech, retired U.S. State Department diplomat John Danilowicz dismissed claims that the July uprising was influenced by foreign powers. "It was entirely the result of the Bangladeshi people's own struggle," he said. "To this day, I have seen no evidence of U.S. or foreign involvement. I challenge anyone who believes otherwise to prove it."

Dr. Lutfe Siddiqi, Special Envoy for International Affairs to Chief Adviser Dr. Muhammad Yunus, stressed the need to implement the promise of the July revolution through collective efforts. He proposed two levels of reform, wholesale reforms in key institutions such as the Election Commission, Parliamentary Reform Commission, Judiciary and Police Reform Commissions to ensure that no future dictatorship can co-opt these bodies; and retail reforms to ease everyday services like visa processing, customs, land registration, trade union licensing, and business establishment.

Jagoron Foundation Chairman Sharif Banna characterised the July revolution as not merely a political uprising, but a profound institutional and ethical transformation. "The 15-year authoritarian rule under the Awami League left state institutions in ruins. The July revolution was not born in a vacuum; it stands on the legacy of our Liberation War of 1971 and the mass uprising of 1990," he said.

Dr. Saidul Islam, Associate Professor at Nanyang Technological University, Singapore, observed that under Sheikh Hasina's regime, democracy existed only in name while media censorship, judicial politicisation, and suppression of dissent became routine features of governance.

Dr. Yasin Aktay, former deputy leader of Turkey's ruling party, emphasised the need to sustain revolutionary ideals in Muslim countries emerging from colonialism. He described Bangladesh's July revolution as a symbol of liberation from colonial and imperial dominance, drawing parallels with the Arab Spring.

The conference hosted more than fifteen distinguished speakers and included 10 live panel ...ussions. It concluded with a theatrical ...ormance titled "Lal July" at the TSC Auditorium ...re Mostafa Sarwar Farooqui, Adviser of the ...istry of Cultural Affairs, was present.

armanhossen7971@gmail.com

আজকালের খবর

সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ

ঢাবির অধিভুক্ত বাতিলের দাবিতে শহীদ মিনারে শিক্ষার্থীদের অবস্থান

■ নিজস্ব প্রতিবেদক

ইত্তেফাক

সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ

ঢাবির অধিভুক্তি বাতিলের দাবিতে শহিদ মিনারে শিক্ষার্থীদের অবস্থান

■ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার